ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

নতুন যে পরিচয়ে আসছেন অনন্যা — পৃঃ ৫

মেসির চোখে সবসময়ই ফেভারিট আর্জেন্টিনা — পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ ● বর্ষ ঃ ৩ সংখ্যা ঃ ১৬১ ● কলকাতা ● ৩১ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩১ ● শুক্রবার ● ১৪ জুন, ২০২৪ পৃষ্ঠা - ৬ ৫ টাকা

জন সূরজকে পার্টি করে

বিধানসভা নির্বাচনে লড়বেন প্রশান্ত কিশোর

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : লোকসভা নির্বাচন নিয়ে একবার তিনি বলেছেন, ব্র্যান্ড মোদি অপরাজেয় নয়। কোনও নেতা-নেত্রী মোদিকে চ্যালেঞ্জ জানাতে পারবেন কিনা জানি না, তবে জনগণ এখন মোদিকে চ্যালেঞ্জ করছেন। আবার কখনও বলছেন, ২০১৯ সালের মতো ফল হবে বিজেপির। এই নানা কথা যিনি বলছেন, ভবিষ্যদ্বাণী করছেন তিনি হলেন ভোটকুশলী প্রশান্ত কিশোর।নির্বাচনী স্ট্র্যাটেজিস্ট হিসাবে তিনি সাফল্য পেয়েছেন বারবার। তাই তাঁর কথা সহজে কেউ ফেলে দিতে পারেন না। একুশের বিধানসভা নির্বাচনে বাংলার ফল মিলিয়ে দিয়ে ছিলেন। আর এবার এক সাক্ষাৎকারে পিকে বলেন, '২০২৫ সালে বিহারে জন সূরজ জিতে ক্ষমতায় আসবে। ২৪৩ আসনে ভোটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে জন সূরজ। পূর্ণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে বিধানসভা গঠন করবে। আমি লিখে দিচ্ছি, জন সূরজ ২০২৫ সালে নিজের দমে বিহারের ভোটে জিতবে। যদি জন সূরজ সফল না হয় তাহলে নিজের সমস্ত প্রয়াস ছেড়ে দেব।' জোর গলায় এই দাবি করেছেন তিনি। সুতরাং তাঁর হাতে তৈরি জন সূরজ আগামী দিনে বিহারের ভোটে বড় চমক।

এসব কথা বললেও তাঁর নজর কিন্তু বিহার রাজ্যেই আটকে রয়েছে। বিহারে ২০২৫ সালে বিধানসভা নির্বাচন রয়েছে। তাহলে কি এবার জন সূরজকে পার্টি করে বিধানসভা নির্বাচনে লড়বেন প্রশান্ত কিশোর? প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

ইতিমধ্যেই প্রশান্ত কিশোর ঘোষণা করেছেন, তিনি চলতি

এরপর ৩ পাতায়

ভোট পরবর্তী সন্ত্রাসের খুঁটিনাটি তথ্য দিল্লিতে

পাঠানোর নির্দেশ দিল বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ভোট পরবর্তী সন্ত্রাসের খুঁটিনাটি তথ্য দিল্লিতে পাঠানোর নির্দেশ দিল বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। তার পরই গুরুত্ব বিবেচনা করে পরবর্তী পদক্ষেপ করা হবে বলে সূত্রের খবর। তবে দলের তরফে এখনই কোনও প্রতিনিধি দল পাঠানোর সিদ্ধান্ত হয়নি বলে জানান দলের রাজ্য সভাপতি ও কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। অন্যদিকে, চার বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচন নিয়ে রাজ্যের শাসকদল তৃণমূলের অন্দরে তৎপরতা শুরু হয়ে গিয়েছে। দফায় দফায় বৈঠক করেছেন মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এবার দ্রুত প্রার্থীদের নাম চূড়ান্ত করে দিল্লিতে পাঠাতে উদ্যোগী হল গেরুয়া শিবির। বৃহস্পতিবার রাজ্য নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করতে পারেন সুকান্ত। আগামী ১০ জুলাই রাজ্যের চার বিধানসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচন। তার প্রস্তুতি শুরু করছে সব রাজনৈতিক দলই।বৃহস্পতিবার তিনি কলকাতায় যাচ্ছেন। সেখানে চার বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনের প্রার্থী নিয়ে আলোচনা হওয়ার কথা।সন্ত্রাস, সন্ত্রাস্থ করে চিল-চিৎকার জুড়লেই হবে না। তথ্য-প্রমাণও দিতে হবে। তাই লোকসভা ভোট মিটতেই প্রতিদিন সন্ত্রাসের খুঁটিনাটি তথ্য দিল্লির সদর কার্যালয়ে পাঠানোর নির্দেশ দিল বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। আক্রান্ত ও ঘরছাড়াদের নাম, ঠিকানা-সহ তথ্য দিয়ে প্রতিদিন পাঠাতে হচ্ছে বলে জানান সুকান্ত। তাঁর মতে, হাই কোর্ট আধা সেনা নিয়ে যে রায় দিয়েছে, তাতেই প্রমাণ হয় রাজ্যে কী পরিমাণ সন্ত্রাস চলছে। যেখানেই দলীয় কর্মীরা আক্রান্ত হচ্ছেন, সেখানেই জেলা ও রাজ্য নেতৃত্বকে দ্রুত হাজির হওয়ার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে বলে জানান। সেই নির্দেশমতো রাজ্য ও জেলা নেতৃত্ব দৌড়চ্ছে। তিনিও কলকাতায় ফিরে যাবেন। তবে আধা সেনাকে ব্যবহারের ক্ষেত্রে রাজ্য পুলিশের ভূমিকায় সন্তুষ্ট নন সুকান্ত। রাজ্য পুলিশ 'তৃণমূলের ক্যাডারে'র ভূমিকা পালন করছে বলে অভিযোগ সুকান্তর।

ঘরে-বাইরে প্রবল আক্রমণের মুখে পড়ে

এবার মুখ খুললেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ভোটে বিপর্যয়ের পর প্রবল ডামাডোল শুরু বঙ্গ বিজেপিতে। চব্বিশের লোকসভা ভোটে বাংলায় বিজেপির বিপর্যয়ের জন্য ঘরে-বাইরে প্রবল আক্রমণের মুখে পড়ে এবার মুখ খুললেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। কিছুটা অভিমানের সুরেই দলের মধ্যে তাঁর সমালোচকদের উদ্দেশে তিনি বললেন, 'ভালো হলে নিজেদের ক্রেডিট দেন।দলের ভুল প্রার্থী বাছাই নিয়ে তিনি সমালোচিত। আর সেকারণেই আসন্ন চার বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে কারা প্রার্থী হবেন সে বিষয় নিয়ে সতর্ক শুভেন্দুর দাবি, "প্রার্থী নির্বাচন, প্রচার কৌশল সবটাই সংগঠন তৈরি করে। এসব বিষয়ে জেলা সভাপতিরা বলে পারবেন।" রাজ্য বিজেপিতে তাঁর বিরোধী শিবির এবং শীর্ষ নেতৃত্বের একাংশকে বার্তা দিয়ে শুভেন্দুর দাবি, তিনি নিজের গাড়ি চড়েন, তেল খরচও নিজে করেন। মনে করা হচ্ছে, ভোটে রাজ্য বিজেপির অর্থ খরচের হিসেব নিয়েও যখন নানা মহলে প্রশ্ন উঠেছে, তখন সেই দায় রাজ্য নেতাদের দিকেই ঠেলে দিতে চেয়ে বিরোধী দলনেতার দাবি, তিনি পার্টির পয়সা নেন না।খারাপ হলে আমার ঘাড়ে চাপান। আমি কখনই দলের অভ্যন্তরের বিষয় বাইরে বলি না।" তাঁর নিশানায় দিলীপ ঘোষ, সুকান্ত মজুমদাররাই বলে মনে করা হচ্ছে। পাশাপাশি ফল বিপর্যয়ের পর দলের মধ্যে প্রবল সমালোচনার মুখে পড়ে সংগঠনের কোনও বিষয়ে তিনি মাথা গলান না বলে কার্যত দায় ঝেড়ে ফেলের চেষ্টাও করলেন বিরোধী দলনেতা। বুধবার সল্টলেকে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হলে

এরপর ৩ পাতায়

বিপর্যস্ত বিদুৎ পরিষেবা নিয়ে

ব্যাপক ক্ষোভ, কোথাও অবরোধ, কোথাও বিক্ষোভ

হরেকৃষ্ণ মন্ডল,ফালাকাটা: নিউজ সারাদিন : বর্ষা মাত্র কেবল শুরু কিন্তু তার আগেই গোটা আলিপুরদুয়ার জেলা জুড়ে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে বিদুৎ পরিষেবা।কোথাও অল্প বৃষ্টি-ঝড়েই বিদুৎ চলে যাচ্ছে।আবার ফালাকাটা শহরের মতো জায়গায় হচ্ছে ঘন ঘন লোডশেডিং।বিদুৎ যাবার পর কোথাও আবার ১দিন তো কোথাও আবার ৫দিন পরেও পরিষেবা স্বাভাবিক হচ্ছে না।জেলা জুড়ে বিদুৎ পরিষেবার এমন হালে ব্যাপক অসন্তোষ তৈরি হচ্ছে।যদিও বিদুৎ দপ্তর প্রতিবারের মতো পরিস্থিতি দ্রুত স্বাভাবিক করা হচ্ছে বলেই দাবি করেছে।পাক বর্ষায় বিদুৎ নিয়ে কী ঘটছে জেলায় ?

জানাগেছে,কুমারগ্রাম থেকে বীরপাড়া, জয়গাঁ থেকে ফালাকাটা জেলার সর্বত্র বিদুৎ পরিষেবা ভেঙে পড়েছে।রোজ কোথাও না কোথাও লোডশেডিং হচ্ছেই।কোনো জায়গায় অল্প সময়ের জন্য আবার কোথাও দীর্ঘ সময়ের জন্য লোডশেডিং হচ্ছে। পাশাপাশি অল্প বৃষ্টি বা ঝড় হলেই বিদুৎ চলে যাচ্ছে। ফালাকাটার বালাসুন্দরের মতো জায়গায় যেমন ৫দিন ধরেও বিদুৎ আসেনি।আবার মেজবিলেও এলাকা ভিত্তিক দীর্ঘ সময়ের জন্য বিদুৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকছে।বাদ জায়নি কামাক্ষাগুড়ি,শামুকতলা,দলসিংপাড়া সহ আলিপুরদুয়ার শহরও। বাসিন্দারা জানিয়েছেন, এইসব এলাকায় কখনও ঘন ঘন লোডশেডিং হচ্ছে। আবার কোথাও দিনের পর দিন বিদুৎ থাকছে না।বিদুৎ পরিষেবার এই হাল নিয়ে তাই মাঝেমধ্যেই বাসিন্দারা পথ অবরোধ করছেন।আবার অনেকে বিদুৎ দপ্তরের অফিসের সামনে গিয়ে অবস্থানে বসছে।তবুও হাল ফিরছে কই?প্রশ্ন গ্রাহকদের। তবে বিদুৎ দপ্তর কোনো প্রতিক্রিয়া দিনে নারাজ।বিদুৎ বন্টন কোম্পানির আলিপুরদুয়ার ডিভিশনাল ম্যানেজার অংশুমান সরকারের কথায়,দপ্তরের কোনো বিষয় নিয়ে মিডিয়ার সামনে আমাদের কোনো কিছু বলার এক্তিয়ার নেই। তবে একটা কথা বলতে পারি,ঝড়-বৃষ্টির জন্য আমাদের প্রচুর বিদুৎতের খুঁটি ভেঙে পড়েছে।তাঁর ছিড়ে পড়েছে।যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে আমরা সেগুলি ঠিক করছি।তাই বিভিন্ন এলাকায় পরিষেবা দিতে কিছুটা সময় লাগছে।এদিকে জানাগেছে,বছর কয়েক আগে আলিপুরদুয়ারের লোডশেডিং নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন খোদ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।চালসার টিয়াবনে প্রশাসনিক সভায় ওই ক্ষোভ ব্যাক্ত করে ছিলেন তিনি।জেলার বিশেষ করে সীমান্ত বর্তি এলাকা গুলিতে ও আলিপুরদুয়ার শহরে জাতে কোন ভাবেই লোডশেডিং না হয় তার জন্য বিদ্যুৎ দপ্তরকে কড়া পদক্ষেপ নেবার কথা জানিয়েছিলেন। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী কড়া দাওয়াই সত্বেও যে অবস্তা এতটুকুও পালটায়নি সাম্প্রতিক লোডশেডিং তারই প্রমান বলে বাসিন্দারা জানিয়েছেন। তবে আলিপুরদুয়ার শহরে বিদুৎ পরিষেবা কিছুটা উন্নতি হলেও জেলার গ্রামীণ এলাকা গুলিতে পরিষেবা ভেঙে পড়েছে বলে অভিযোগ।আলিপুরদুয়ার শহরের অভিভাবক মঞ্চের সম্পাদক ল্যারি বোস বলেন,মুখ্যমন্ত্রী বলা সত্বেও মাঝেমধ্যেই শহরে লোডশেডিং হচ্ছে।একবার নয় দিন রাতে বহুবার এই লোডশেডিং হচ্ছে।একবার বিদ্যুত চলে গেলে আমাদের মতো প্রবীণ নাগরিক সহ বাচ্চা এবং অসুস্থ মানুষদের সবচেয়ে বেশি সমস্যা হচ্ছে।ফালাকাটার মাধ্যমিক পরীক্ষার্থি প্রিতমা কর জানায় শহরের-বাবুপাড়া, সারদানন্দপল্লি প্রভৃতি এলাকায় রোজ নিয়ম করে লোডশেডিং হচ্ছে। রাত দিন মিলে অত্যন্ত দু'তিনবার লোডশেডিং হচ্ছে।রোজ বিদ্যুত চলে জাওয়ায় পড়াশোনার প্রচুর ক্ষতি হচ্ছে। শহরের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থির অভিভাবক প্রাণেশ সরকার বলেন,মেয়ে এবার উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থী।কিন্তু এখন রোজ কয়েক ঘন্টার জন্য বিদ্যুত চলে যাচ্ছে।এতে মেয়ের পরীক্ষা প্রস্তুতির ব্যাঘাত হচ্ছে।বিষয় টি নিয়ে বিদ্যুৎ দপ্তরকে ভাবা দরকার।

আলিপুরদুয়ার শহরে কিছুটা সময় এবং ফালাকাটাতে ও সহ গোটা জেলাতেই রোজ কোথাও না কোথাও একদেড় ঘন্টার জন্য বিদ্যুত থাকছে না।কোন প্রকার বিজ্ঞপ্তি না দিয়েই এভাবে রোজ বিদ্যুৎ চলে যাবার ঘটনায় বিদ্যুৎ দপ্তরের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে।যেখানে খোদ মুখ্যমন্ত্রী আলিপুরদুয়ারে যাতে বিদ্যুত না যায় সে বিষয়টি নিশ্চিত হবার কথা দপ্তরের কর্তাদের বলেছেন। ঠিক সে জায়গায় কি করে শহরে ও গ্রামীণ এলাকায় ঘন ঘন বিদ্যুৎ বিভ্রাট হচ্ছে তা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে।

বাংলো থেকে শেষবারের মতো বেরিয়ে গেলেন দিলীপ ঘোষ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বাংলো থেকে শেষবারের মতো বেরিয়ে গেলেন দিলীপ ঘোষ। বাংলো ছাড়ার জন্য যাবতীয় কাগজপত্র সই করে দিয়ে কলকাতা ফিরে গেলেন প্রাক্তন সাংসদ। ৭ দিনের মধ্যে বাংলো থেকে নিজের বাকি জিনিসপত্রও বের করে নেবেন তিনি। ২০১৯ সালে নর্থ অ্যাভিনিউতে হাতে গোনা কয়েকটি ডুপ্লেক্স বাংলো তৈরি হয়েছিল সিনিয়র সাংসদদের জন্য।মেদিনীপুরে লড়তে দেওয়া হয়নি বিজেপি নেতাকে। এ প্রসঙ্গে দিলীপ ঘোষ বলেন, "আমি আমার লোকসভায় (মেদিনীপুরে) সময় দিয়েছি। তারপর কিছুদিন অন্য একটি রাজ্যে (আন্দামান) সময় দিয়েছি। গত এক বছর ধরে সম্পূর্ণ সময় মেদিনীপুরে দিয়েছিলাম। টাকা- পয়সা, সময় সব দিয়েছি। আমাকে লড়তে দেওয়া হয়নি। তার রেজাল্ট সবাই দেখে নিয়েছে। কী সব যুক্তি দেওয়া হয়েছিল! আমি নাকি মেদিনীপুরে দাঁড়ালে হেরে যাব। কারণ ওখানে নাকি কুড়মিরা আমাদের বিরুদ্ধে। যেখানে কুড়মি ভোট বেশি, সেই পুরুলিয়া আসনে বিজেপি জিতেছে। আমার বিরুদ্ধে কুড়মিদের ক্ষেপানো হয়েছিল। আমাকে সরানোর জন্য এটা করা হয়েছিল।"স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী উদ্বোধন করেছিলেন অত্যাধুনিক পরিষেবা সম্পন্ন এই বাংলোগুলির। প্রথমবার সংসদ হওয়া সত্ত্বেও এই বাংলো পেয়েছিলেন দিলীপ ঘোষ। রাজ্য সভাপতি হওয়ার কারণেই প্রথমবারের সাংসদ হওয়া সত্ত্বেও সেই সময় তাঁকে এই বাংলো দেওয়া হয়। সেই বাংলোকে এবার বিদায় জানালেন দিলীপ ঘোষ।প্রসঙ্গত, মেদিনীপুরের বদলে এবার বর্ধমান-দুর্গাপুর থেকে দিলীপ ঘোষকে প্রার্থী করেছিল বিজেপি। বর্ধমান-দুর্গাপুর আসনে দিলীপ ঘোষকে হারিয়ে জয়ী হন তৃণমূলের হেভিওয়েট প্রার্থী তিরাশির বিশ্বকাপ তারকা কীর্তি আজাদকে। আর লোকসভায় হারের পরই নিজের দলের একাংশকে দুষে বিস্ফোরক মন্তব্যও করেন দিলীপ ঘোষ। তিনি বলেন, "লোকে হারা আসন জেতার জন্য প্ল্যানিং করে। এখন জেতা আসন হারাবার জন্য প্ল্যানিং হয়েছে। মেদিনীপুরে লড়তে দেওয়া হয়নি, রেজাল্ট দেখা গিয়েছে। এত সাংসদ বিধায়ক ছিল, তাহলে ভোট কমল কেন?" দেবশ্রী চৌধুরীর আসন বদল নিয়েও নিশানা করেন দিলীপ ঘোষ। "দেবশ্রী ওখানে জিতত না? এর পিছনে কী আছে? এসব কেন করা হয়েছে? এগুলো ভাবতে হবে। পার্টির প্রতিষ্ঠিত নেতাদের হারানোর জন্য পাঠানো হয়েছিল?" রাজনৈতিক মহলের মতে নাম না করে সুকান্ত মজুমদারকেই কটাক্ষ করেন দিলীপ ঘোষ।

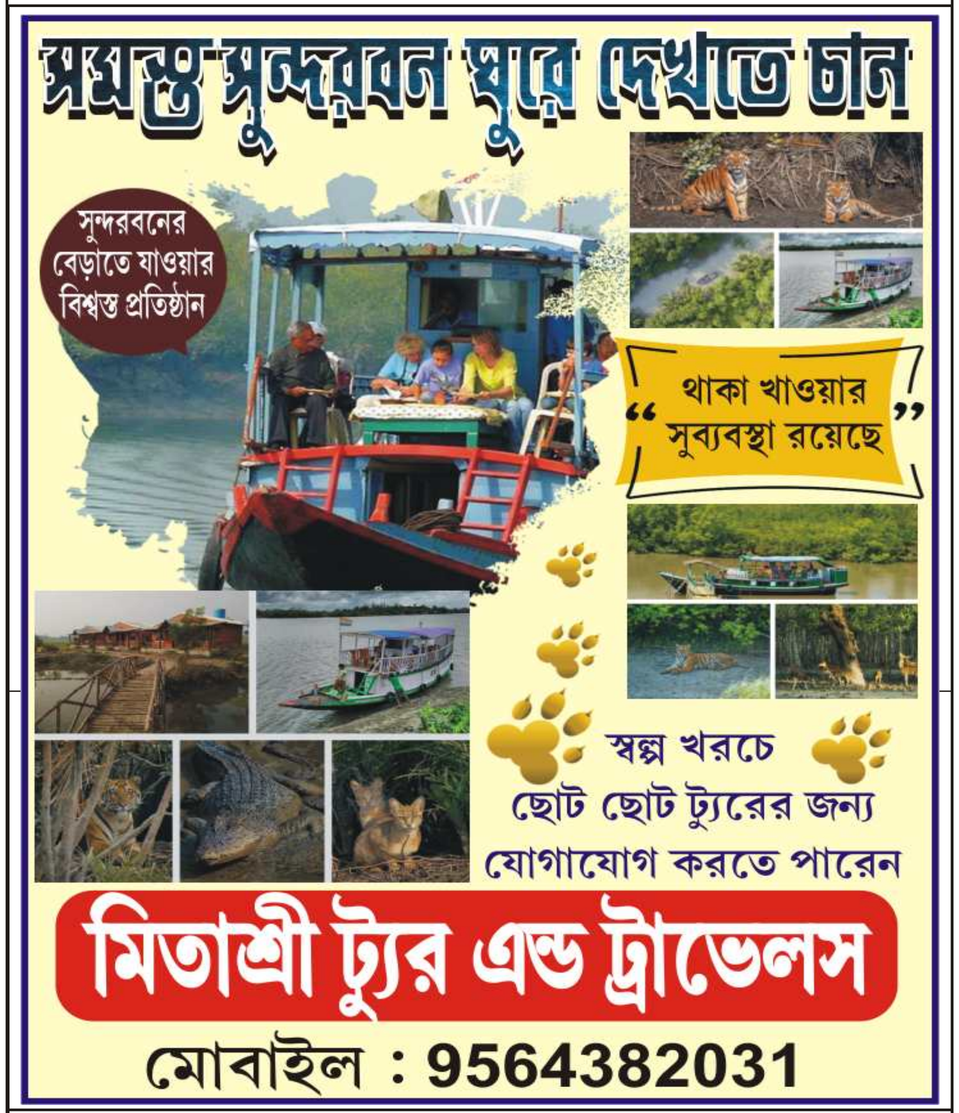

আইআইটি (আইএসএম) ধনবাদ কর্মরত নির্বাহীদের জন্য

সাতটি এক্সিকিউটিভ মাস্টার্স প্রোগ্রাম অফার করে; আইআইটি (আইএসএম) এর কলকাতা এবং দিল্লি কেন্দ্রগুলিতে প্রোগ্রামগুলি অনলাইন/হাইব্রিড মোডে অফার করা হয়, এই প্রোগ্রাম গুলো নেতৃত্বের দক্ষতা, কৌশলগত চিন্তা করার ক্ষমতা এবং ব্যবসায়িক জ্ঞান কে উৎসাহিত করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

কলকাতা ১৩ জুন, ২০২৪: নিউজ সারাদিন : আইআইটি (আইএসএম) ধানবাদের পাঁচটি বিভাগ তাদের কারিগরি দক্ষতা/দক্ষতা উন্নত করার জন্য কর্মরত ছাত্র/শিক্ষকদের জন্য ২ এবং ৩ বছর মেয়াদী সাতটি এক্সিকিউটিভ মাস্টার্স প্রোগ্রাম চালু করেছে। এর মধ্যে রয়েছে, কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ দ্বারা প্রদত্ত কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং ডেটা সায়েন্সে একটি এক্সিকিউটিভ এম টেক প্রোগ্রাম এবং পেট্রোলিয়াম ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ থেকে রিজার্ভার ইঞ্জিনিয়ারিং-এ একটি এম টেক প্রোগ্রাম।

এছাড়াও, ৩ বছরের জন্য তিনটি এম টেক প্রোগ্রাম রয়েছে, যার মধ্যে দুটি বৈদ্যুতিক প্রকৌশলে রয়েছে যার মধ্যে একটি প্রোগ্রাম পাওয়ার সিস্টেম ইঞ্জিনিয়ারিং এবং অন্যটি পাওয়ার ইলেকট্রনিক্স এবং ইলেকট্রিক্যাল ড্রাইভে এবং একটি এক্সিকিউটিভ এম টেক প্রোগ্রাম মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে।

পাঁচটি এক্সিকিউটিভ এম টেক প্রোগ্রাম ছাড়াও, দুটি এমবিএ প্রোগ্রাম ও অফার করা হয় যা ডিপার্টমেন্ট অফ ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজ এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং দ্বারা অফার করা হয়, একটি হল এক্সিকিউটিভ এমবিএ প্রোগ্রাম এবং অন্যটি হল এক্সিকিউটিভ এমবিএ (বিজনেস অ্যানালিটিক্স) প্রোগ্রাম।

সাতটি এক্সিকিউটিভ মাস্টার্স প্রোগ্রামেরই লক্ষ্য শিক্ষার্থীদের উচ্চ স্তরের জ্ঞানে প্রশিক্ষণ দেওয়া যাতে তারা শিল্পের ক্ষেত্রে বাস্তব জীবনের সমস্যার মুখোমুখি হতে পারে এবং উচ্চ শিক্ষা অর্জনে তাদের সহায়তা করতে পারে।

তিনটি এক্সিকিউটিভ এমটেক প্রোগ্রাম, প্রতিটি ৩ বছর মেয়াদী

তিনটি এম টেক প্রোগ্রাম, যার মেয়াদ ৩ বছর, যার মধ্যে দুটি এক্সিকিউটিভ প্রোগ্রাম ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ বিশেষায়িত পাওয়ার সিস্টেম ইঞ্জিনিয়ারিং-এ (৩০টি আসন) এবং অন্যটি পাওয়ার ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড ইলেকট্রিক্যাল ড্রাইভ-এ (৩০টি আসন) এবং একটি মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং প্রোগ্রামে। (৫০টি আসন) সরকারি প্রতিষ্ঠান/স্বনামধন্য শিল্প প্রতিষ্ঠান/একাডেমিক প্রতিষ্ঠান থেকে কর্মরত পেশাদারদের জন্য এবং এটি একটি ধীর গতির প্রোগ্রাম যেটাতে কোর্সের কাঠামো বা বিষয়বস্তুকে পাতলা করার কোন প্রশ্নই নেই, যা কর্মরত/শিক্ষকদের তাদের প্রযুক্তিগত দক্ষতা উন্নত করতে সাহায্য করার লক্ষ্যে তৈরি করা হয় যখন তারা উচ্চ ডিগ্রির জন্য নিয়মিত ছাত্র হিসাবে তাদের শক্তি প্রোগ্রাম বেছে নেয়, বিদ্যমান প্রোগ্রামগুলির গতির সাথে যুক্ত হন। প্রোগ্রাম শেষ করতে উৎসাহিত করার জন্য কিছু সময় বাড়ানো।

স্বনামধন্য শিল্প/আরএন্ডডি, একাডেমিক ইনস্টিটিউট, সরকারি খাতের সরকারি, আধা-সরকারি এবং স্বনামধন্য বেসরকারী খাত থেকে ১০ পয়েন্ট স্কেলের ন্যূনতম ৬০% সিজিপিএ/ সিপিআই ইউ আর/ওবিসি -এর জন্য যোগ্যতা ডিগ্রিতে ৬-এর মধ্যে এক বছরের পোস্ট যোগ্যতার অভিজ্ঞতা সহ এক্সিকিউটিভ/শিক্ষাবিদ/তত্ত্বাবধায়ক প্রার্থীরা প্রোগ্রামের জন্য আবেদন করার যোগ্য যখন এসসি /এসটি প্রার্থীদের জন্য যোগ্যতা ডিগ্রিতে ১০ পয়েন্ট স্কেলে ৫.০ এর সিজিপিএ/সিপিআই এর ৫০% সহ আবেদন করতে হবে।

দুটি এক্সিকিউটিভ এম.টেক প্রোগ্রাম, প্রতিটি ২ বছর মেয়াদী

দুটি এক্সিকিউটিভ এম টেক প্রোগ্রাম, যার মেয়াদ ২ থেকে ৩ বছর, যার মধ্যে একটি হল কম্পিউটার সায়েন্স ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের কৃত্রিম প্রকৌশল এবং ডেটা সায়েন্সে এম টেক (৩০ আসন) এবং একটি হল জলাধার ইঞ্জিনিয়ারিং-এ এম টেক (৩০ আসন) পেট্রোলিয়াম ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের, কর্মরত পেশাদার যারা ইঞ্জিনিয়ারিং বি.টেক বা এম.এসসি ৬০% নম্বর সহ বা ৬.০ সিজিপিএ সহ কমপক্ষে দুই বছরের অভিজ্ঞতার সাথে যোগ্য তারা আবেদন করতে পারবেন।

দুটি এক্সিকিউটিভ এমবিএ প্রোগ্রাম, প্রতিটি ২ বছর মেয়াদী

দুটি এক্সিকিউটিভ এমবিএ প্রোগ্রামের জন্য, যেমন এক্সিকিউটিভ এমবিএ (১০০ আসন) এবং এক্সিকিউটিভ এমবিএ (বিজনেস অ্যানালিটিক্স) (১০০টি আসন), উভয় প্রোগ্রামের জন্য ৩৫টি আসন দিল্লি এবং ৩৫টি কলকাতা আইআইটি (আইএসএম) কেন্দ্রে রয়েছে, এবং উভয়ের জন্য ৩০ আসন আইআইটি (আইএসএম) ধানবাদ প্রধান ক্যাম্পাসে উপলব্ধ।

এক্সিকিউটিভ/সুপারভাইজার /উদ্যোক্তাদের জন্য একটি স্বীকৃত ইনস্টিটিউট থেকে ১০+২-এর পরে যেকোনো বিষয়ে চমৎকার শিল্প/আরএন্ডডি পাবলিক সেক্টর, সরকারি, আধা-সরকারি এবং স্বনামধন্য বেসরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে কমপক্ষে ৫০% নম্বর বা সমমানের অভিজ্ঞতা সিজিপিএ (এসসি /এসটি) এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য ৪৫%) এক্সিকিউটিভ এমবিএর জন্য যোগ্য।

এক্সিকিউটিভ এমবিএ (বিজনেস অ্যানালিটিক্স), ব্যাচেলর অফ টেকনোলজি/ব্যাচেলর অফ ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রী/ব্যাচেলর অফ সায়েন্স (গণিত, পরিসংখ্যান) এর জন্য চমৎকার ইন্ডাস্ট্রিয়াল/আর অ্যান্ড ডি পাবলিক সেক্টর, সরকারি, আধা-সরকারি এবং স্বনামধন্য বেসরকারী সংস্থাগুলো থেকে। একটি স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে একটি বিষয় হিসাবে কমপক্ষে ৫০% নম্বর বা ৫.০ সিজিপিএ (এসসি /এসটি) এবং পিডি এর ক্ষেত্রে ৪৫%) প্রার্থী যোগ্য।

১-ম পাতার পর

ঘরে-বাইরে প্রবল আক্রমণের মুখে পড়ে এবার মুখ খুললেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী

দিল্লি এবং রাজ্যে দলের চাপের মুখে পড়ে শুভেন্দুর দাবি, "সংগঠনের বিষয় নিয়ে আমি কোনও প্রতিনিধিত্ব করি না। আমার কাজ প্রচার করা। সাংগঠনিক ব্যাপারে আমি হস্তক্ষেপ করি না। ভবিষ্যতে করার ইচ্ছেও নেই।

''লোকসভা ফলের পরই বিজেপির অভ্যন্তর থেকে একের পর এক শুভেন্দুকে নিশানা করে তোপ দাগা চলছেই। জেতা আসন থেকে সরিয়ে অন্যত্র সরানোয় ঢাক গুড়গুড় না করেই পরপর স্পষ্ট আক্রমণ হানেন বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। লকেট চট্টোপাধ্যায়েরও গলায় একই সুর ছিল। সৌমিত্র খাঁও তোপ দাগেন শুভেন্দুকে। বাংলায় বিজেপির এক ধাক্কায় ছয়টি আসন কমেছে। বাংলায় প্রার্থী তালিকায় শুভেন্দুর পছন্দকেই বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলেন মোদি-অমিত শাহ সহ বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের থেকেও শুভেন্দুর উপর বেশি ভরসা করেছিল দিল্লি। তাছাড়া, বঙ্গ বিজেপিতে তিনি নিজের মতো আরেকটি সংগঠন চালান বলেও বিরোধী দলনেতার বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে গেরুয়া শিবিরের একাংশের।শুভেন্দুর পছন্দের প্রায় সকল প্রার্থীকেই হারতে হয়েছে। আর বিজেপির বড় 'লস' মেদিনীপুর ও বর্ধমান-দুর্গাপুর আসনটি হাতছাড়া হওয়া। দলের প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষকে শেষ মুহূর্তে মেদিনীপুর থেকে সরিয়ে বর্ধমান-দুর্গাপুর আসনে পাঠানো এবং বর্ধমান-দুর্গাপুরের সাংসদ এস এস আলুওয়ালিয়াকে আসানসোলে প্রার্থী করার পিছনে শুভেন্দুরই হাত ছিল বলে দলের অন্দরের খবর। এই দু'টি আসনই হারারর জন্য সরাসরি শুভেন্দুকেই দায়ী করছে দলের বড় অংশ। হারার পর দিলীপ ঘোষও নাম না করে প্রকাশ্যে শুভেন্দুকে নিশানা করেছেন। এদিন তা নিয়েই শুভেন্দু কার্যত অভিমানের সুরে বলেন, "দলের ভিতরের কোনও কথা প্রকাশ্যে আমি বলি না। আমি খুব ডিসিপ্লিন। তাতে সবাই আমায় পুরস্কার দেয় না। কেউ কেউ তিরস্কারও দিতে পারে। অনেকে অনেক কিছু পোস্টও করতে পারে। তীর্যক মন্তব্য করতে পারে।" তাঁর এই মন্তব্য দিলীপ-সহ পুরনো বিজেপি নেতাকর্মীদেরই উদ্দেশে বলে মনে করা হচ্ছে।

১-ম পাতার পর

জন সূরজকে পার্টি করে বিধানসভা নির্বাচনে লড়বেন প্রশান্ত কিশোর

বছর ৪ অক্টোবর জন সূরজ পার্টি গঠন করবেন। পিকে-র দাবি, বিহারের সব জেলায় একটানা ঘুরে মানুষের সঙ্গে দেখা করার পর এবং বিহারের রাজনৈতিক পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে তিনি অনুভব করতে শুরু করেছেন, বিহারের মানুষ পরিবর্তন চান। তাঁর কথায়, জনগণের আশা-আকাঙ্খার কথা বিবেচনা করে তিনি বিহারে একটি নতুন বিকল্প দেওয়ার দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন এবং সেই সূত্রেই তিনি একটি নতুন দল নিয়ে মাঠে নামার প্রস্তুতিও নিচ্ছেন।প্রশান্ত কিশোর বলেন, বিহারের ৫০ শতাংশেরও বেশি মানুষ নতুন বিকল্প খুঁজছেন, কারণ মানুষ লালু-নীতীশ এবং বিজেপির উপর ক্ষুব্ধ। জন সূরজের নেতা হিসেবে প্রশান্ত কিশোর গত দেড় বছর ধরে বিহারে পদযাত্রা করেছেন। তাঁর কথায়, "বিহারের ৫০ শতাংশেরও বেশি মানুষ চায় একটি নতুন দল গঠন করা হোক। জনগণ চায় বিহারে যদি উন্নতি করতে হয়, তবে রাজ্যে একটি নতুন দল বা একটি নতুন বিকল্প গঠন করা উচিত, কারণ মানুষ গত ৩০ বছর ধরে লালু, নীতীশ এবং বিজেপির উপর বিরক্ত।"

প্রশান্তের কথায়, "বিহারের মানুষ দেখছে, তাদের জীবনের কোনও উন্নতি হচ্ছে না, তবে কাকে ভোট দেবেন তাঁরা? তার কোনও উপায় খুঁজে পাচ্ছেন না মানুষ।" পিকে-র কথায়, "একজন সাধারণ মানুষ একা দল গঠন করতে পারে না, জন সূরজ জনগণের শক্তিকে একত্রিত করার চেষ্টা করছে। তাহলেই মানুষের কাছে একটি বিকল্প তৈরি হবে, যা প্রতিটি মানুষ খুঁজছে।"

কেন্দ্র গমের বাজার দরের ওপর কড়া নজর রাখছে

নতুন দিল্লি, ১৩ জুন, ২০২৪ : নিউজ সারাদিন : উপভোক্তা বিষয়ক, খাদ্য ও গণবন্টন মন্ত্রকের অধীন খাদ্য ও গণবন্টন দপ্তর গমের বাজার দরের ওপর কড়া নজর রাখছে। এছাড়াও যাতে অসাধু ব্যক্তি মজুত না করতে পারে এবং বাজার দরের স্থিরতা রাখতে প্রয়োজনে উপযুক্ত ব্যবস্থাও নেওয়া হবে। দপ্তর জানিয়েছে, ২০২৪-এর রবি মরসুমে গম উৎপাদন হয়েছে ১১.২ কোটি মেট্রিক টন। ফুড কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া (এফসিআই) ২০২৪-এর রবিমরসুমে ১১.০৬.২০২৪ পর্যন্ত প্রায় ২৬৬ এলএমটি গম সংগ্রহ করেছে। গণবন্টন ব্যবস্থা এবং অন্যান্য কল্যাণমূলক কর্মসূচির প্রয়োজন মেটাতে লাগবে ১৮৪ এলএমটি গম। তার পরেও যথেষ্ট পরিমাণ গম থাকবে সরকারের হাতে। বাজারে গমের মূল্য ঠিক রাখতে প্রয়োজনে যা ব্যবহার করা যাবে। বছরে প্রতি ত্রৈমাসিকে মূল্যের স্থিতিশীলতার জন্য প্রয়োজনীয় মজুতের পরিমাণ নির্ধারিত হয়। ২০২৪-এর পয়লা জানুয়ারী মজুত গমের পরিমাণ ছিল ১৬৩.৫৩ এলএমটি, যা নির্ধারিত মূল্যের স্থিতিশীলতার জন্য প্রয়োজনীয় মজুত ১৩৮ এলএমটি-র বেশি। কোন সময়েই মূল্যের স্থিতিশীলতার জন্য প্রয়োজনীয় মজুতের থেকে গমের মজুতের পরিমাণ কম হয় না। এছাড়া বর্তমানে গম আমদানির ওপর শুল্ক কাঠামো পরিবর্তনের কোন প্রস্তাব নেই।

কুয়েতের 'জতুগৃহ' আবাসনের মালিক কে গ্রেফতারের নির্দেশ

বেবি চক্রবর্ত্তী: নিউজ সারাদিন : দক্ষিণ কুয়েতের মানগাফ শহরে আগুন লাগা আবাসনে বিভিন্ন দেশ থেকে, সেদেশে কাজ করতে আসা নির্মাণ শ্রমিকরা থাকতেন বলে জানা গেছে। একসঙ্গে প্রায় ১৯৫ জন শ্রমিক সেখানে ছিলেন, শেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী, এই অগ্নিকাণ্ডে এখনও পর্যন্ত ৪১ জনের মৃত্যু হয়েছে। যার মধ্যে ৪০ জনই ভারতীয়,এবং ঘটনায় আহতের সংখ্যা ৫০।এই ঘটনায় শোকপ্রকাশ করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বুধবার সন্ধ্যায় উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে বসেন । এহেন পরিস্থিতিতে মুখ খুলেছেন কুয়েতের উপপ্রধানমন্ত্রী শেখ ফাহাদ আল ইউসুফ আল সাবাহ। জানা গিয়েছে, এক মালয়লি ব্যবসায়ীর অধীনস্থ সংস্থা ওই আবাসনটি ভাড়া নিয়েছিল। সেখানে খুব কম জায়গার মধ্যে রাখা হত ভারত থেকে কাজ করতে আসা শ্রমিকদের।অভিযোগের আঙুল উঠেছে মালয়লি ব্যবসায়ী কেজি আব্রাহামের দিকে। তাঁর অধীনস্থ সংস্থা এনবিটিসি গ্রুপের তরফে ওই আবাসনটি ভাড়া নেওয়া হয়েছিল। ওই ব্যবসায়ীকে গ্রেপ্তার করতে নির্দেশ দিয়েছেন কুয়েতের উপ প্রধানমন্ত্রী।

প্রতিরক্ষামন্ত্রী হিসেবে টানা দ্বিতীয়বার দায়িত্ব গ্রহণ করলেন শ্রী রাজনাথ সিং

নতুন দিল্লি, ১৩ জুন, ২০২৪ : নিউজ সারাদিন : শ্রী রাজনাথ সিং টানা দ্বিতীয়বারের জন্য প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন ১৩ জুন ২০২৪। নতুন দিল্লির সাউথ ব্লকে তাঁকে স্বাগত জানান প্রতিরক্ষা প্রতিমন্ত্রী শ্রী সঞ্জয় শেঠ, চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ জেনারেল অনিল চৌহ্বান, সেনাধ্যক্ষ জেনারেল মনোজ পান্ডে, বায়ুসেনা প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল ভি আর চৌধুরী, নৌসেনা প্রধান অ্যাডমিরাল দীনেশ ত্রিপাঠী, প্রতিরক্ষা সচিব শ্রী গিরিধর আরামানে, অবসরপ্রাপ্ত সেনাকল্যাণ দপ্তরের সচিব ডঃ নীতেন চন্দ্র, প্রতিরক্ষা গবেষণা সচিব এবং ডিআরডিও-র চেয়ারম্যান ডঃ সমীর ভি কামাথ এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের অন্য আধিকারিকরা। অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের প্রতিরক্ষামন্ত্রী তাঁর আগামী ৫ বছরের কর্মপরিকল্পনা সম্পর্কে জানান এবং বলেন, আরও নিরাপদ, স্বনির্ভর এবং উন্নত দেশ গড়ার লক্ষ্যে আরও উদ্যমের সঙ্গে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত কাজগুলি এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। তিনি বলেন, "প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে আমাদের লক্ষ্য হবে প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম নির্মাণে আত্মনির্ভরতা অর্জন এবং দেশের নিরাপত্তার সরঞ্জামগুলি আরও শক্তিশালী করা। আমাদের আরও লক্ষ্য হবে সশস্ত্রবাহিনীর আধুনিকীকরণ এবং কর্মরত এবং অবসরপ্রাপ্ত সেনা জওয়ানদের কল্যাণ।"

শ্রী রাজনাথ সিং আরও জানান যে আগামীদিনে প্রতিরক্ষা রপ্তানি বাড়ানোই হবে লক্ষ্য। তিনি বলেন, "২০২৩-২৪ অর্থবছরে প্রতিরক্ষা রপ্তানির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে রেকর্ড ২১,০৮৩ কোটি টাকা। এটি ঐতিহাসিক। আমাদের লক্ষ্য হবে ২০২৮-২৯-এর মধ্যে ৫০,০০০ কোটি টাকার বেশি মূল্যের প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম রপ্তানি করা।"

প্রতিরক্ষামন্ত্রী জোর দিয়ে বলেন যে সশস্ত্রবাহিনীকে অত্যাধুনিক অস্ত্র ও সরঞ্জাম দেওয়া হয়েছে। তাঁরা যেকোন সমস্যার মোকাবিলা করতে প্রস্তুত। শৌর্য ও দায়বদ্ধতার সঙ্গে দেশের একতা এবং সার্বভৌমত্ব রক্ষা করার জন্য তিনি বাহিনীর প্রশংসা করেন তিনি। দায়িত্বগ্রহণ করার পরেই শ্রী রাজনাথ সিং প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে নতুন সরকারের অধীন প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের প্রথম ১০০ দিনের কর্মপরিকল্পনার পর্যালোচনা বৈঠকে পৌরোহিত্য করেন। বৈঠকে আলোকপাত করা হয় অবসরপ্রাপ্তদের কল্যাণে যেখানে অবসরপ্রাপ্ত কর্মী কল্যাণ দপ্তরের কাজকর্ম নিয়ে আলোচনা হয়। তিনি আধিকারিকদের ১০০ দিনের কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী কর্মসূচিগুলি রূপায়ণ করার কাজে প্রয়াস নেওয়ার নির্দেশ দেন। সামরিক প্রস্তুতি বৃদ্ধি করতে এবং প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে আত্মনির্ভরতা অর্জন করতে প্রতিরক্ষামন্ত্রী বলেন, তিনি ফ্ল্যাগশিপ কর্মসূচিগুলি এবং মন্ত্রকের উদ্যোগগুলির অগ্রগতি খতিয়ে দেখতে নিয়মিত পর্যালোচনা বৈঠক করবেন। ভারত মহাসাগর অঞ্চলের বর্ধিত গুরুত্বের ওপর জোর দিয়ে প্রতিরক্ষামন্ত্রী তাঁর মন্ত্রিত্বের এই পর্বের প্রথমেই যাবেন বিশাখাপত্তনমে ইস্টার্ন নাভাল কম্যান্ড পরিদর্শন করতে। সেখানে তিনি নৌসেনা এবং আধিকারিকদের সঙ্গে আলাপচারিতা করবেন। উত্তরপ্রদেশের লক্ষ্ণৌ থেকে টানা তৃতীয়বার লোকসভায় নির্বাচিত হওয়ার পরে শ্রী রাজনাথ সিং ৯ জুন ২০২৪-এ শপথগ্রহণ করেন। ২০১৯ থেকে ২০২৪ সাফল্যের সঙ্গে দায়িত্ব সামলানোর ফলে তাঁকেই টানা দ্বিতীয়বারের জন্য প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের ভার দেওয়া হয়। তাঁর নেতৃত্বে মন্ত্রক নতুন উদ্যমে এগিয়ে যাবে। যার লক্ষ্য হবে প্রধানমন্ত্রীর ভাবনা মতো ২০৪৭-এর মধ্যে দেশকে 'বিকশিত ভারত'-এ রূপান্তরিত করা। জোর দেওয়া হবে প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে আত্মনির্ভরতার ওপর, সশস্ত্রবাহিনীর আধুনিকীকরণে, নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবনে, সীমান্তে পরিকাঠামো জোরদার করতে এবং অবসরপ্রাপ্ত সেনাকর্মীদের কল্যাণ নিশ্চিত করতে।

নিহতের বাড়িতে যান ক্যানিং পূর্বের তৃণমূল বিধায়ক শওকত মোল্লা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : দক্ষিণ ২৪ পরগনার জীবনতলায়। নিহত ওই তৃণমূল নেতার নাম রবীন্দ্রনাথ মণ্ডল। জীবনতলার ৭ নম্বর গ্রামের বাসিন্দা রবীন্দ্রনাথ স্থানীয় ২১৮ নম্বর বুথে তৃণমূলের সম্পাদক ছিলেন। বুধবারের এই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। এই ঘটনার খবর পেয়েই নিহতের বাড়িতে যান ক্যানিং পূর্বের তৃণমূল বিধায়ক শওকত মোল্লা। পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দেন তিনি। এই ঘটনায় তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। কী কারণে ওই তৃণমূল নেতা মারা গেলেন, সত্যিই তাঁকে খুন করা হয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এই ঘটনা প্রসঙ্গে শওকত বলেন, 'রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কারও রাজনৈতিক বিবাদ ছিল না। কী কারণে এমনটা ঘটল, বুঝতে পারছি না। পুলিশ বিষয়টি খতিয়ে দেখছে। 'নিহত তৃণমূল নেতার পরিবার দুই প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ তুলেছে।পরিবারের বক্তব্য, টাকাপয়সা সংক্রান্ত বিবাদ থেকেই পরিকল্পনা করে রবীন্দ্রনাথকে মেরে ফেলা হয়েছে। বুধবার সন্ধ্যায় বাড়ির অদূরে অচেতন অবস্থায় ওই তৃণমূল নেতাকে উদ্ধার করা হয়। তাঁকে মত্ত অবস্থায় দেখা গিয়েছিল বলে দাবি স্থানীয়দের একাংশের। নিহতের স্ত্রী কাঁদতে কাঁদতে বলেন, 'ওর সারা গা, হাত-পা কালো হয়ে গিয়েছিল। আগে মত্ত অবস্থায় বাড়ি ফিরলেও কখনও এমন হয়নি। ওকে মেরে ফেলা হয়েছে।'

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার
নিউজ সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে
৩ বর্ষ ১৬১ সংখ্যা ১৪ জুন, ২০২৪ শুক্রবার ৩১ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩১

সম্পাদকীয়

ন্যাশনাল জিওগ্রাফিকের বিলি অ্যান্ড মলি : অ্যান অটার লাভ স্টোরি দেখানো হবে অষ্টাদশ মুম্বাই আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের উদ্বোধনী ছবি হিসেবে

মুম্বাইতে অষ্টাদশ মুম্বাই ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভালের সূচনা হবে ন্যাশনাল জিওগ্রাফিকের তথ্যচিত্র 'বিলি অ্যান্ড মলি : অ্যান অটার লাভ স্টোরি' প্রদর্শনের মাধ্যমে। এমআইএফএফ মুম্বাইতে চলবে ১৫ জুন ২০২৪ থেকে ২১ জুন ২০২৪ পর্যন্ত। উদ্বোধনী ছবিটি একইসঙ্গে দেখানো হবে দিল্লি, কলকাতা, চেন্নাই, পুণেতে ১৫ জুন। ছবিটির বিশেষ প্রদর্শনী হবে দিল্লিতে ১৭ জুন, চেন্নাইতে ১৮ জুন, কলকাতায় ১৯ জুন এবং পুণেতে ২০ জুন।

'বিলি অ্যান্ড মলি : অ্যান অটার লাভ স্টোরি'

(ইংরেজি - ৭৮ মিনিট) চার্লি হ্যামিলটন জেমস পরিচালিত এই ছবিটি দুর্গম শেটল্যান্ড দ্বীপে থাকার সময় একজন মানুষ এবং একটি জংলি ভোঁদড়ের মধ্যে গড়ে ওঠা অভাবনীয় বন্ধুত্বকে নিয়ে তৈরি এই আকর্ষণীয় তথ্যচিত্রটিতে মলি নামে একটি অনাথ ভোঁদড়ের জীবনযাত্রার মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে। স্কটল্যান্ডের শেটল্যান্ড দ্বীপপুঞ্জের এক নির্জন জেটিতে মলি পায় বিলি এবং সুশানের যত্ন এবং স্নেহ। মলির হাবভাবে মিলি আকর্ষিত হয়। দুজনের মধ্যে গড়ে ওঠে গভীর বন্ধন। শেটল্যান্ডের কঠোর প্রকৃতির প্রেক্ষাপটে একটি ভালোবাসা এবং আন্তরিকতার সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এই ছবিতে দর্শকরা দেখতে পাবেন সাহচর্যের রূপান্তরকারী ক্ষমতা। যেখানে মলিকে আদর, যত্নে সুস্থ করে তুলে বিলি শান্তি পায়। মলিকে সে অরণ্যে বসবাসের উপযোগী করে গড়ে তোলে। মানুষ এবং প্রকৃতির মধ্যে ভালোবাসা এবং অমূল্য সংযোগের টানাপড়েন ফুটে ওঠে ছবিতে। ছবিটি ১৫ জুন দুপুর ২টো ৩০ মিনিটে দেখানো হবে মুম্বাইয়ের পেডার রোডের ন্যাশনাল মিউজিয়াম অফ ইন্ডিয়ান সিনেমা (এনএমআইসি)-তে। ওই একই সময়ে ছবিটি নতুন দিল্লিতে দেখানো হবে সিরি ফোর্ট অডিটোরিয়াম, চেন্নাইয়ের এনএফডিসি টেগোর ফিল্ম সেন্টার, কলকাতার সত্যজিৎ রায় ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইন্সটিটিউট (এসআরএফটিআই) এবং পুণের ন্যাশনাল ফিল্ম আরকাইভ অফ ইন্ডিয়ায়। পরিচালক সম্পর্কে -

চার্লি হ্যামিলটন জেমস একজন প্রসিদ্ধ বন্যপ্রাণ সংক্রান্ত চলচ্চিত্র নির্মাতা। 'ওয়ান লাইফ' ছবির জন্য তিনি পেয়েছেন নিউজ অ্যান্ড ডকুমেন্টারি এমি পুরস্কার। তাঁর প্রথম ছবি 'মাই হ্যালসিয়ন রিভার'। এর পরে 'আই বট এ রেনফরেস্ট' তথ্যচিত্রের একটি মিনি সিরিজ তিনি নির্মাণ করেন যেখানে অ্যামাজনে জমি কিনে তাঁর রোমাঞ্চকর অভিযানের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। ১৮ তম এমআইঅফএফ সম্পর্কে -

এমআইএফএফ দক্ষিণ এশিয়ার সবচেয়ে পুরোনো এবং বৃহত্তম তথ্যচিত্রের উৎসব। এবারে এই উৎসবের অষ্টাদশ বর্ষ। দেখানো হবে তথ্যচিত্রের পাশাপাশি ছোট কাহিনীচিত্র এবং অ্যানিমেশন ছবি। ১৯৯০-এ এর শুরু। বর্তমানে এর আয়োজক ভারত সরকারের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রক। এমআইএফএফ হয়ে উঠেছে আন্তর্জাতিক অনুষ্ঠান, যা বিশ্বের চলচ্চিত্রপ্রেমীদের নজর কেড়েছে। এবছরের উৎসব বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য কারণ, এবারে ৩৮টি দেশের ১,০১৮টি ছবি দেখানোর আবেদন জমা পড়ে। মুম্বাইয়ের পাশাপাশি ছবি দেখানো হবে একই সঙ্গে দিল্লি, কলকাতা, পুণে, চেন্নাইতে। ৩০০ ছবি দেখানোর পাশাপাশি ১৮ তম এমআইএফএফ-এ ২৫টির বেশি আলোচনাচক্রের আয়োজন করা হবে। যেখানে যোগ দেবেন সন্তোষ শিবন, অড্রিয়াস স্টোনিস, কেতন মেহতা, শৌনক সেন, রিচি মেহতা এবং জর্জেস শুইজগেবেল প্রমুখ বিশিষ্ট্য চলচ্চিত্র নির্মাতা। এছাড়া বিশ্ব চলচ্চিত্র জগৎ থেকে নতুন ধ্যান ধারণা পেতে আয়োজিত হবে নানা কর্মশালা। যার মধ্যে আছে অ্যানিমেশন ক্র্যাশ কোর্স এবং ভিএফএক্স পাইপলাইন ওয়ার্কশপ।

বিপদে পড়লে স্মরণ করো রক্ষা করবে ব্রক্ষচারী বাবা লোকনাথ

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

যাঁকে মনে মনে ডাকলে ভক্তের সকল আশা ও মনবাঞ্ছা পূরণ হয়ে থাকে। তবে বাবা লোকনাথ শ্রীকৃষ্ণের জন্মদিন জন্মাষ্টমীতে; ১৭৩০ খ্রিস্টাব্দের ৩১ আগস্ট (১৮ ভাদ্র, ১১৩৭ বঙ্গাব্দ) কলকাতা থেকে কিছু দূরে; উত্তর ২৪ পরগণার চৌরাশি চাকলা গ্রামে একটি ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম রামনারায়ণ ঘোষাল এবং মাতা কমলাদেবী। ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

অতিপ্রাচীন লোকাচারের সঙ্গে নাকি এর যোগসূত্র আছে জামাইষষ্ঠী

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(দ্বিতীয় পর্ব)

ভাল খাবার রান্না হলেই সে লুকিয়ে লুকিয়ে খেয়ে নিত আর শাশুড়ির কাছে অভিযোগ করত 'সব কালো বেড়ালে খেয়ে নিয়েছে।' বেড়াল মা ষষ্ঠীর বাহন। তাই বেড়াল, মা ষষ্ঠীর কাছে অভিযোগ জানাল। মা ষষ্ঠী রেগে গেলেন। ফলে ছোট বউ-এর একটি করে সন্তান হয় আর মা ষষ্ঠী তার প্রাণ হরণ করেন। এইভাবে ছোট বউয়ের সাত পুত্র ও এক কন্যাকে মা ষষ্ঠী ফিরিয়ে নেন। ফলে স্বামী, শাশুড়ি ও অন্যান্যরা মিলে তাকে 'অলক্ষণা' বলে গালিগালাজ করে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেয়। অথচ বড় বউ পুত্রকন্যাদের নিয়ে সুখে ঘর করতে থাকে। যাই হোক, ছোট বউ মনের দুঃখে বনে চলে যায় ও একাকী কাঁদতে

থাকে। শেষে মা ষষ্ঠী বৃদ্ধার ছদ্মবেশে তার কাছে এসে কান্নার কারণ জানতে চান। সে তার দুঃখের কথা বলে। তখন মা ষষ্ঠী তার পূর্বের অন্যায় আচরণের কথা বললে সে মাফ চায়। ষষ্ঠী তাকে ক্ষমা করেন। এরপর বলেন৩ ভক্তিভরে ষষ্ঠীর পুজো করলে সাতপুত্র ও এক কন্যার জীবন ফিরে পাবে। তখন ছোট বউ সংসারে ফিরে এসে ঘটা করে মা ষষ্ঠীর পুজো করে ও ক্রমে ক্রমে তার পুত্র কন্যাদের ফিরে পায়। এর থেকে দিকে দিকে ষষ্ঠী পুজোর মাহাত্ম্য ছড়িয়ে পড়ে। সেই সময়ে

প্রসার ভারতীর প্রাক্তন কর্ণধার জহর সরকারের মতে - "আঠারো-উনিশ শতকে বাংলার সচ্ছল শ্রেণির মধ্যে বাল্যবিবাহ এবং বহুবিবাহের ব্যাপক প্রচলন হয়, ফলে অগণিত বালবিধবার যন্ত্রণাময় জীবন, বিস্তর সতীদাহ। এই অবস্থায় জামাই ও স্বামীর দীর্ঘ জীবনের প্রার্থনা বাঙালি মা এবং মেয়ের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। অন্তত কলকাতা ও চার পাশের এলাকায় সন্তানের মঙ্গলকামনার চেয়ে এর গুরুত্ব বেশি ছিল। যখনই নতুন সংকট আসে, তার মোকাবিলার নতুন চেষ্টাও দেখা যায়। ইতিহাসে বার বার দেখেছি, যুগের প্রয়োজনে সমাজ কী ভাবে পুরনো আচার-অনুষ্ঠানগুলি সংশোধিত করে নেয়। ষষ্ঠী সন্তানের কল্যাণের জন্য পালনীয় একটি ব্রত, কন্যার ভবিষ্যত্ নিয়ে উদ্বিগ্ন বাঙালি মা অন্তত একটি ষষ্ঠীকে পালটে নিয়েছেন, জামাইয়ের জন্য ভূরিভোজের আয়োজন করেছেন।" আবার এটাও দেখার প্রাচীন বাংলায় মেয়ে মানেই 'অন্তঃপুরবাসিনী'। একা একা বাড়ি থেকে বাড়ির বউ বেড়িয়ে বাপের বাড়ি যাবে এতো ভাবাই যেতো না। তাই 'মেয়ে'কে শ্বশুর বাড়ি থেকে বাপের বাড়ি নিয়ে যাবার একটি উপলক্ষ্য তৈরি করা যাতে জামাইয়ের সাথে মেয়ে বাড়ি আসে আর জামাই সেবাও করা হল। এখন প্রশ্ন হল জামাইয়ের এই

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

প্রধানমন্ত্রী তাড়াসনের ওপর একটি ভিডিও সকলের সঙ্গে ভাগ করে নিয়েছেন

নয়াদিল্লি, ১৩ জুন, ২০২৪ : নিউজ সারাদিন : প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী আজ তাড়াসন বা তাল গাছের মতো মুদ্রা নির্ভর একটি ভিডিও সকলের সঙ্গে ভাগ করে নিয়েছেন। ২১ জুন আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের দশম সংস্করণের আগে এই ভিডিওটিতে তাড়াসন করলে স্বাস্থ্যের যে উপকার হয় তা বর্ণনা করা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী এক্স বার্তায় বলেন :

"তাড়াসন শরীরের জন্য অতি প্রয়োজনীয় একটি আসন। শরীরকে অধিকমাত্রায় শক্তি প্রদান করতে ও ভারসাম্যের উন্নতি ঘটাতে এই আসন বিশেষ কার্যকর।"

অরুণাচল প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ নেওয়ায় পেমা খান্ডুকে প্রধানমন্ত্রীর অভিনন্দন

নয়াদিল্লি, ১৩ জুন, ২০২৪ : নিউজ সারাদিন : প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী আজ অরুণাচল প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ নেওয়ায় পেমা খান্ডুকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। মন্ত্রিসভায় অন্য যে মন্ত্রীরা শপথ নিয়েছেন তিনি তাঁদেরও শুভেচ্ছে জানান। জনগণের সেবায় ও দ্রুতগতিতে উন্নয়নের কাজে নিজেদের ন্যস্ত করতে মন্ত্রীদের প্রতি আহ্বান জানান।

প্রধানমন্ত্রী এক্স বার্তায় বলেন :

"অরুণাচল প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ নেওয়ায় পেমা খান্ডুজিকে অভিনন্দন। আমি অন্য যে মন্ত্রীরা শপথ নিয়েছেন তাঁদেরও অভিনন্দন জানাই।জনগণের সেবায় তাদের ভবিষ্যতের কাজের জন্য রইল আমার শুভেচ্ছা। এই সরকার রাজ্যের আরও দ্রুত গতিতে উন্নয়ন নিশ্চিত করবে।"

ভক্তদের জন্য উন্মুক্ত পুরীর জগন্নাথ দেবের মন্দিরের সমস্ত দ্বার

বেবি চক্রবর্ত্তী: নিউজ সারাদিন : দীর্ঘদিনের প্রতীক্ষার অবসানে খুলে গেল পুরীর প্রভু জগন্নাথ দেবের মন্দিরের চারটি দ্বার, অর্থাৎ এবার থেকে ভক্তরা পুরীর মন্দিরের সিংহ দ্বার, বাঘ দ্বার, অশ্ব দ্বার ও হাতি দ্বার এই প্রত্যেকটির দরজা দিয়েই প্রভুর মন্দিরে প্রবেশ করতে পারবে। বৃহস্পতিবার ওড়িশার নতুন মুখ্যমন্ত্রী মোহন চরণ মাজি হাজির থাকলেন সেই ঐতিহাসিক মাহেন্দ্রক্ষণের সাক্ষী হতে। ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রীর পাশাপাশি এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পুরীর সাংসদ সম্বিত পাত্র, বালাসোরের সাংসদ প্রতাপ চন্দ্র সারেঙ্গী সহ অনেক। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ওড়িশা বিধানসভা নির্বাচনের সময় বিজেপির তরফে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, তারা ক্ষমতায় এলে, খুলে দেওয়া হবে পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের চারটি প্রবেশ দ্বারই। বিধানসভা ভোটের আগে প্রকাশিত নির্বাচনী ইস্তেহারো বিজেপি জানিয়ে ছিল, রাজ্যের ক্ষমতায় এলে মন্দিরের চারটি দরজাই ভক্তদের জন্য খুলে দেওয়া হবে, যাতে মন্দিরের ভিড় অনেকটাই নিয়ন্ত্রণ করা সুবিধা হবে এবং ভক্তরা কম সময়ে খুব সহজেই দর্শন করতে পারবেন জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার।বৃহস্পতিবার সকালে মন্দিরের চারটি গেট খোলার অনুষ্ঠানে হাজির থাকার পর সাধারণ মানুষের ভিড়ে মিশে মন্দিরে প্রবেশ করে পুজো দিলেন সদ্য ক্ষমতায় আসা মুখ্যমন্ত্রী মোহন চরণ মাজি সহ রাজ্যের উপ মুখ্যমন্ত্রী কেভি সিং দেও ও প্রভাবতী পারিদা। ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী মোহন চরণ মাজি বলেন, "আমরা গতকাল মন্ত্রিসভার বৈঠকে জগন্নাথ মন্দিরের চারটি প্রবেশ দ্বারই খুলে দেওয়ার প্রস্তাব তুলি। সেই প্রস্তাব পাশ হওয়ার পর, আজ সকাল সাড়ে ৬ টায় আমি, আমার মন্ত্রিসভার সদস্যরা ও পুরীর সাংসদ সম্বিত পাত্র মঙ্গল আরতিতে অংশ নিই।"

সিনেমার খবর

ফের বড়পর্দায় একসঙ্গে বাবা-ছেলে, যা বললেন অমিতাভ

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : আবারও একসঙ্গে বড় পর্দায় আসতে চলেছেন বিগবি অমিতাভ বচ্চন ও তার ছেলে অভিষেক বচ্চন। তেমনটাই অনুমান করছেন অনেকে। এর কারণ, ডাবিংয়ের একটি ছবি পোস্ট করেছেন অমিতাভ। বাবা-ছেলের ডাবিং মুহূর্তের ছবি সেটি। তা দেখামাত্রই নেটিজেনদের মনে অনেক প্রশ্ন উঠেছে - তাহলে নিশ্চয়ই অমিতাভ ফের অভিনয় করছেন তার পুত্রের সঙ্গে। যদিও ছবির ক্যাপশনে সেই বিষয় কিছুই লেখেননি বিগবি।

অমিতাভ বচ্চন ফেসবুকে লিখেছেন, 'আবার কাজে ফিরেছি। দেরি হল কিন্তু অভিষেকের সঙ্গে কাজ করে দারুণ মজা লাগছে। আরও একসঙ্গে কাজ করতে চাই আপনাদের আশীর্বাদ, ভালোবাসা এবং প্রার্থনার জোরে।' একই সঙ্গে তিনি এই বিষয়ে টুইটও পোস্ট করেছেন। সেখানে লেখেন, একই জায়গায় কাজের জন্য পিতা পুত্র দু'জনে বসে। পর্দায় জলদি এই জুটি আসছে এদের অদ্ভুত কাজ নিয়ে।

এর আগে, পা, কাভি আলবিদা না কেহনা, সরকার, সরকার রাজ, ও বান্টি অউর বাবলি ছবিতে ছেলে অভিষেকের সঙ্গে অভিনয় করেছিলেন অমিতাভ। তারপর ১৪ বছর কেটে গেছে তাদের আর কোনো ছবিতে একসঙ্গে দেখা যায়নি। এদিকে, অতি সম্প্রতি বিগবিকে কল্কি ২৮০৮ এডি ছবিতে দেখা যাবে। আগামী ২৭ জুন মুক্তি পাবে ছবিটি। ছবিটিতে আরও রয়েছেন প্রভাস ও দীপিকা পাড়ুকোনরা। অন্যদিকে অভিষেক বচ্চনকে আগামীতে দেখা যাবে হাউজফুল ৫ ছবিতে। এখানে আছেন অক্ষয় কুমার, অনিল কাপুর, নানা পাটেকর ও রীতেশ দেশমুখরা।

নতুন যে পরিচয়ে আসছেন অনন্যা

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : ওয়েব সিরিজের দুনিয়ায় পা রাখছেন হিন্দি সিনেমার অভিনেত্রী অনন্যা পাণ্ডে, এ খবর এতদিনে বাসি হয়ে গেছে। নতুন তথ্য হল, সিরিজের মধ্যে দিয়ে আরেকটি নতুন পরিচয়ে আসতে চলেছেন চাঙ্কি পাণ্ডে কন্যা।

টাইমস অব ইন্ডিয়া বলছে, সিরিজের নাম 'কল মি বে'। ইনস্টাগ্রামে একটি ছবি শেয়ার করে অনন্যা লিখেছেন, "সেটে প্রথম সহকারী পরিচালক হিসেবে কাজ করছি।" ভারতীয় সংবাদমাধ্যম বলছে, সিরিজটির প্রযোজনার সঙ্গেও জড়িত আছেন অনন্যা।

'কল মি বে' সিরিজের পোস্টার প্রকাশ হয়েছে কয়েকদিন আগে। এই সিরিজে অনন্যাকে একজন ফ্যাশন তারকার ভূমিকায় দেখা যাবে। সিরিজের পোস্টারে লেখা রয়েছে, "শহরে একজন নতুন ফ্যাশনিস্তা এসেছেন, তিনি এখানেই থাকবেন আর সব স্বাভাবিক ধারণা ভেঙে গুঁড়িয়ে গড়বেন নতুন কিছু।" সিদ্ধান্ত চতুর্বেদী ও আদর্শ গৌরবের সঙ্গে অনন্যাকে শেষ দেখা গিয়েছিল ওয়েব ফিল্ম 'খো গ্যায়ে হাম কাহা'তে। ওই সিনেমায় তার অভিনয় খুব প্রশংসিত হয়েছিল।

এদিকে অনন্যার সঙ্গের প্রেম ভাঙার গুঞ্জনের মাঝে এক সাক্ষাৎকারে বলিউড অভিনেতা আদিত্য রায় কাপুর স্পষ্ট করে বলেছেন, তার ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে চর্চা হোক সেটি তিনি চান না। এর মধ্যে দুই তারকার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুর বরাত দিয়ে বলিউড লাইফডটকম লিখেছিল, মাসখানেক ধরে অনন্যা-আদিত্য সম্পর্কে চিড় ধরেছে। এরপর থেকে একে অপরকে এড়িয়ে চলছেন তারা।

লুকিয়ে বিয়ে ও সন্তানের মা হওয়ার গুঞ্জন নিয়ে মুখ খুললেন রুক্মিণী

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : অভিনয়ের পাশাপাশি রাজনীতিতেও জড়িয়েছেন টালিউড অভিনেতা দেব। সদ্যই ভারতের লোকসভা নির্বাচনে ঘাটাইলের আসন থেকে বিজয়ী হয়ে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন তিনি। অভিনয় কিংবা রাজনীতি, উভয় নিয়ে যেমন আলোচনায় দেব তেমনি আলোচনায় তার প্রেমিকা রুক্মিণীকে নিয়েও। সম্প্রতি দেব ও রুক্মিণীর গোপনে বিয়ের খবর প্রকাশ্যে আসতেই নড়েচড়ে বসে সবাই। গুগলেও তাদের বিয়ের তথ্য দেয়া হয়েছিল। একাধিক ভারতীয় প্রতিবেদনে প্রকাশ করা হয়, তিন বছর আগে নাকি দেবের বিয়ে হয়ে গেছে! এখানেই শেষ নয়। তার নাকি তিন বছরের এক সন্তানও আছে! এ খবর প্রকাশ্যে আসতেই দেবের অনেক অনুরাগীও হতবাক। খবর জেনে নড়ে চড়ে বসেছে টলিউড ইন্ডাস্ট্রিও। ব্যাপক আলোচনার জন্ম দেয় সংবাদটি। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে এই প্রসঙ্গে কথা বলেছেন দেবের প্রেমিকা ও অভিনেত্রী রুক্মিণী মৈত্র।

লুকিয়ে বিয়ে ও সন্তানের মা হওয়ার গুঞ্জন নিয়ে প্রশ্ন করতেই তার জবাব, 'ওহ গড! এটা যে কোথা থেকে আসছে! গুগলেও পৌঁছে গেল। শুধু তাই নয়, একটা বাচ্চার কথাও আছে, সে আমার ভাগনি। যেহেত-'আমাইরা'র সঙ্গে এত ছবি, ওকে আমার বাচ্চা বানিয়ে দিয়েছে।'

আনুষ্ঠানিক বিয়েটা কবে করবেন এই জুটি তা জানতে চাইলে অভিনেত্রী বলেন, 'যে বছর মিডিয়া স্পেকুলেট করবে না, বোধহয় - সেই বছর বিয়েটা করে নেব। আর আমার মা জিজ্ঞেস করে না, তোমরা জানতে চাইছ কেন? দেখো যেদিন মনে হবে আই অ্যাম রেডি টু গেট ম্যারেড, করে নেব। আমি কিন্তু বিয়েতে বিশ্বাসী এবং বিয়ে লুকিয়ে রাখতে একদমই বিশ্বাসী নই। আমি জীবনে যে পদক্ষেপই নিয়েছি সামনাসামনি নিয়েছি। সবে কাজ শুরু করেছি। এত ব্যস্ততা রয়েছে যে বিয়ের প্ল্যান করা সম্ভব নয়। যখন হবে, তখন হবে। আর আমার মনে হয় কমিটমেন্ট বেশি জরুরি। আজকাল অনেক বিয়েতেই দেখি, বিয়ে টিকে আছে, কিন্তু কমিটমেন্ট নেই। তাই আমাদের কমিটমেন্ট থাকুক, বাকিটা ক্রমশ প্রকাশ্য।'

বর্তমানে নিজের আসন্ন চলচ্চিত্র 'বুমেরাং'-এর প্রচারণায় ব্যস্ত রুক্মিণী। এতে প্রথমবারের মতো টলিউড সুপারস্টার জিতের সঙ্গে কাজ করেছেন তিনি। চরিত্রের স্বার্থে সিনেমায় ন্যাড়া মাথায় দেখা যাবে রুক্মিণীকে। তার এই ন্যাড়া লুক বেশ আলোড়ন ফেলে দিয়েছিল।

'বেশি কথা বললে তো থাপ্পড় খেতেই হয়'

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ভারতের চন্ডীগড় বিমানবন্দরে দেশটির নবনির্বাচিত সাংসদ অভিনেত্রী কঙ্গনা রানাওয়াতকে চড় মারার ঘটনায় সোশ্যাল মিডিয়ায় হইচই পড়ে গেছে। গত বৃহস্পতিবার হিমাচল প্রদেশের মান্ডি থেকে চণ্ডিগড় বিমানবন্দর হয়ে দিল্লি ফেরার পথেই ঘটে এ ঘটনা। এ নিয়ে বাংলাদেশেও আলোচনা-সমালোচনা চলছে।

বিষয়টি নিয়ে পরোক্ষভাবে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ব্যক্তিগত মতামত প্রকাশ করেছেন বাংলাদেশের গুণী অভিনেত্রী বন্যা মির্জা। তিনি লিখেছেন, 'বেশি কথা বললে তো থাপ্পড় খেতেই হয়। তা সে যেই হোক, আর অভিনেতা যত বড়ই হোক। এটি একটি এমন থাপ্পড়, যা না দিলে ঠিক হতো না। থাপ্পড় খেলে যা হয়, অন্য কিছুতে তা হয় না। একটি থাপ্পড় এমন সকল অভিনেতার জন্য ঠিক, (অভিনয় পেশা, অভিনেতা ব্যক্তি) যারা এমন এমন করে কথা বলে থাকে।'

তবে বন্যা মির্জা তার পোস্টের কোথাও কঙ্গনার নাম লেখেননি। উল্লেখ্য, ভারতে লোকসভা নির্বাচনে হিমাচলের মান্ডি আসন থেকে বিজয়ী হয়েছেন বিজেপি প্রার্থী কঙ্গনা। ভোটে জয়ের পর দিল্লির উদ্দেশ্যে রওনা দিতে চন্ডীগড় এয়ারপোর্টে পৌঁছান তিনি। সিকিউরিটি চেকিংয়ের সময় কুলবিন্দরের সঙ্গে তর্কে জড়ান কঙ্গনা। এ ঘটনার পরে অভিনেত্রীকে থাপ্পড় মারেন কনস্টেবল কুলবিন্দর।

জানা গেছে, কৃষি আইন বাতিলের দাবিতে ভারতীয় কৃষকরা ১৫ মাস আন্দোলন করেছিলেন। ওই আন্দোলন সম্পর্কে কঙ্গনা বলেছিলেন, কৃষকেরা ১০০ রুপির জন্য সেখানে বসেছিল। এদিকে ওই আন্দোলনের একজন কর্মী ছিলেন কুলবিন্দরের মা। তা ছাড়া কুলবিন্দরের ভাই এই আন্দোলনে নেতৃত্ব প্রদানকারীদের একজন।

মেসির চোখে

সবসময়ই ফেভারিট আর্জেন্টিনা

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপ জয়ের দেড় বছর পেরিয়ে গেছে। বিশ্বচ্যাম্পিয়নের মর্যাদা নিয়ে একের পর এক ম্যাচ খেলছে আলবিসেলেস্তেরা। দলের প্রাণ ভোমরা লিওনেল মেসিও তা উপভোগ করছেন।

এদিকে, ২০২৪ কোপা আমেরিকা শুরু হচ্ছে ২০ জুন থেকে। তার আগে যুক্তরাষ্ট্রের মাটিতে দু'টি প্রীতি ম্যাচ খেলবে কোপা বর্তমান চ্যাম্পিয়নরা। অধিনায়ক মেসি এখন আর্জেন্টিনা দলের সঙ্গেই ক্যাম্পে আছেন। বরাবরের মতো ফেভারিটদের কাতারে আর্জেন্টিনাকে রাখলেন মেসি।

তবে বিশ্বকাপ জয়ের পর কিছুই বদলায়নি বলে মনে করেন মেসি। ইনফোবেকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে মেসি বলেন, ৩সত্যিটা হলো হ্যাঁ, নিজেকে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে সবকিছু বদলে গেছে কিন্তু কিছুই বদলায়নি। হ্যাঁ, আমরা আমাদের লক্ষ্য অর্জন করেছি। যেটা আমি, আমার পরিবার ও সবাই খুব করে চেয়েছিল। কিন্তু এরপর জীবন কেটে যাচ্ছে জীবনের নিয়মে। আমাকে পিএসজিতে চালিয়ে যেতে হয়েছিল, সেখানে বাস করতে হয়েছিল, জয়ের চেষ্টা চালিয়ে যেতে হয়েছিল।'

'তবে একইসঙ্গে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর মনে হচ্ছিল আমি পরিপূর্ণ। যে লক্ষ্য ও স্বপ্ন দেখেছি সবকিছুই অর্জন করেছি এবং এমনটা বলতে সক্ষম হওয়াটা খুবই কঠিন।'

বিশ্বকাপে ফ্রান্সকে হারিয়ে আর্জেন্টিনার শিরোপা উঁচিয়ে ধরার মুহূর্তটি এখনো ভেসে বেড়ায় প্রতিটি আর্জেন্টাইন ভক্তের স্মৃতিতে। তবে সেই ফাইনালের হাইলাইটস এখন পর্যন্ত পর্দায় দেখেননি মেসি।

তিনি বলেন, 'আমি এখনো সেই ম্যাচ দেখিনি। আমার আগ্রহ নেই। হয়তো পরে কখনো দেখব। সব স্মৃতি এখানে (মাথায়) আছে এবং সেটা নিয়েই দিন পার করছি। যা মনে রাখার সেটাই মনে আছে। কিছু জিনিস ভুলে গেছি। তবে ফের না দেখে, যা মনে আছে তা নিয়েই থাকব।'

আগামী ২০ জুন থেকে শুরু হচ্ছে দক্ষিণ আমেরিকার শ্রেষ্ঠত্বের আসর কোপা আমেরিকা। যা সামনে রেখে ইতোমধ্যে দলের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন মেসি। বরাবরের মতো ফেভারিটদের কাতারে রাখলেন আর্জেন্টিনাকে।

তিনি বলেন, 'এখন জাতীয় দলের হয়ে আমাদের আরেকটি চ্যালেঞ্জ আছে। সেটা হলো কোপা আমেরিকা জেতার চেষ্টা করা। আমি মনে করি, আর্জেন্টিনা সবসময় ফেভারিট। যখন আমরা কিছু জিতিনি, তখনো ছিল। হোক সেটা কোপা আমেরিকা, বিশ্বকাপ কিংবা অন্য কিছুই। ব্রাজিল বা অন্যদলের মতো আর্জেন্টিনাও শিরোপার দাবিদার।'

'তবে আমি মনে করি, এখন দক্ষিণ আমেরিকার দলগুলো খুবই শক্তিশালী। উরুগুয়ে খুবই ভালো দল। কলম্বিয়া, ইকুয়েডরও তেমন। দিনশেষে সব ম্যাচ খেলা খুব কঠিন হয়ে পড়ে। তবে আমি মনে করি, এবারের কোপা আমেরিকায় খুবই শ্বাসরুদ্ধকর লড়াই হবে।'

কোপা আমেরিকা শুরুর আগে প্রীতি ম্যাচে ৯ জুন ইকুয়েডর ও ১৪ জুন গুয়েতেমালার বিপক্ষে খেলবে আর্জেন্টিনা।

এবার কোপা আমেরিকায় আর্জেন্টিনা আছে 'এ' গ্রুপে। তাদের প্রতিপক্ষ পেরু, চিলি ও কানাডা।

ইউরোর অভিযান শুরুর আগে গোল উৎসব স্পেনের

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : ম্যাচ শুরু হতেই নিজেদের জাল থেকে বল কুড়িয়ে আনতে হলো। সেই ধাক্কা কাটিয়ে ঘুরে দাঁড়াতে অবশ্য একদমই বিলম্ব করল না স্পেন। প্রতিপক্ষের জালে প্রথমার্ধেই চারবার বল পাঠিয়ে নিয়ন্ত্রণ নিল ম্যাচের। বাকি সময়েও চাপ ধরে রেখে, নর্দার্ন আয়ারল্যান্ডকে গুঁড়িয়ে ইউরোর অভিযানে নামার আগে আত্মবিশ্বাস বহুগুনে বাড়িয়ে নিল লুইস দে লা ফুয়েন্তের দল।

ঘরের মাঠে শনিবার (০৮ জুন) রাতে শেষ প্রস্তুতি ম্যাচে পেদ্রির জোড়া গোলে ৫-১ ব্যবধানে জিতেছে স্পেন। বাকি তিন গোলদাতা আলভারো মোরাতা, ফাবিয়ান রুইস ও মিকেল ওইয়ারসাবাল। ইউরোর আগের দুই প্রস্তুতি ম্যাচের প্রতিটিতে পাঁচটি করে গোল করল সাবেক বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা। গত সপ্তাহে অ্যান্ডোরাকে ৫-০ গোলে হারিয়েছিল তিনবারের ইউরোপ চ্যাম্পিয়নরা।

ম্যাচের প্রথম মিনিটেই পাওয়া কর্নার থেকে এগিয়ে যায় সফরকারীরা, হেডে গোলটি করেন ড্যানিয়েল ব্যালার্ড। এই ধাক্কা সামলে উঠতে অবশ্য মোটেও বেগ পেতে হয়নি স্পেনকে। আক্রমণের ঝড় তুলে আধা ঘণ্টার মধ্যে প্রতিপক্ষের জালে তিনবার বল পাঠায় তারা। দ্বাদশ মিনিটে ডি-বক্সের অনেক বাইরে থেকে আচমকা শটে সমতা টানেন পেদ্রি। ছয় মিনিট পর ডান দিক থেকে হেসুস নাভাসের বাড়ানো দারুণ ক্রসে হেডে লক্ষ্যভেদ করেন মোরাতা। আর ২৯তম মিনিটে সতীর্থের কাটব্যাক পেয়ে প্লেসিং শটে নিজের দ্বিতীয় গোলটি করেন বার্সেলোনা মিডফিল্ডার পেদ্রি। খানিক পর ব্যবধান আরও বাড়িয়ে ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নেয় স্প্যানিশরা। খুব কাছ থেকে চতুর্থ গোলটি করেন রুইস।

৫৩তম মিনিটে মোরাতার বদলি হিসেবে নামার সাত মিনিটের মধ্যে জালের দেখা পান ওইয়ারসাবাল। গত সপ্তাহে অ্যান্ডোরার বিপক্ষে বিরতির পর বদলি নেমেই হ্যাটট্রিক করেছিলেন রেয়াল সোসিয়েদাদ ফরোয়ার্ড। পুরো ম্যাচে ৭৫ শতাংশের বেশি সময় বল দখলে রেখে গোলের জন্য ১৯টি শট নেয় স্পেন, লক্ষ্যে থাকে আটটি। আরও কয়েকটি পরিষ্কার সুযোগ নষ্ট না হলে ব্যবধান বাড়তে পারতো আরও।

স্কোরলাইন আরও বড় করতে না পারলেও তিন দিনের ব্যবধানে দুই ম্যাচে ১০ গোল করা, বিপরীতে মাত্র একটি হজম; ইউরোর আগে নিশ্চিতভাবেই প্রস্তুতিটা দুর্দান্ত হলো সবশেষ ২০১২ আসরের চ্যাম্পিয়নদের। জার্মানিতে অনুষ্ঠেয় এবারের ইউরো শুরু হবে আগামী ১৪ জুন। কঠিন গ্রুপে পড়েছে স্পেন। আগামী শনিবার ক্রোয়েশিয়ার বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে যাত্রা শুরু হবে তাদের। 'বি' গ্রুপের অন্য দুই দল গতবারের চ্যাম্পিয়ন ইতালি ও আলবেনিয়া।

রোমাঞ্চকর লড়াইয়ে

এন্দ্রিকের গোলে জিতল ব্রাজিল

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : যোগ করা সময়ের দ্বিতীয় মিনিটে মেক্সিকো সমতা ফেরালে মনে হচ্ছিল ড্র-ই হচ্ছে ম্যাচ। কিন্তু তখনও নাটকীয়তার বাকি। চার মিনিট পর ডি বক্সে দারুণ এক ক্রস বাড়ালেন ভিনিসিউস জুনিয়র। লাফিয়ে নিখুঁত হেডে জাল খুঁজে নিলেন অরক্ষিত এন্দ্রিক! জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ল ব্রাজিল। টেক্সাসে বাংলাদেশ সময় আজ বার সকালে জমজমাট প্রীতি ম্যাচে ৩-২ গোলে জিতেছে পাঁচবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা।

আন্দ্রেয়াস পেরেইরা শুরুতেই ব্রাজিলকে এগিয়ে নেওয়ার পর দ্বিতীয়ার্ধে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন গাব্রিয়েল মার্তিনেল্লি। হুলিয়ান কিনোনেস ব্যবধান কমানোর পর মেক্সিকোকে সমতায় ফেরান মার্তিনেস আয়ালা। এরপর এন্দ্রিকের ওই গোল গড়ে দেয় ব্যবধান। পাঁচ ম্যাচে ব্রাজিলের হয়ে ১৭ বছর বয়সী এই সেনসেশনের এটি তৃতীয় গোল।

ভিনিসিউস, রদ্রিগো, রাফিনিয়ার মতো প্রথম পছন্দের বেশ কয়েকজন খেলোয়াড় ছিলেন না শুরুর একাদশে। তাতে অবশ্য খুব একটা সমস্যা হয়নি ব্রাজিলের। সাভিনিয়োর কাছ থেকে বল পঞ্চম মিনিটে গোল করেন ফুলহ্যাম মিডফিল্ডার পেরেইরা। প্রথমার্ধে এই একটি শটই লক্ষ্যে রাখতে পারে ব্রাজিল।

৫৪তম মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন মার্তিনেল্লি। আর্সেনাল ফরোয়ার্ডকে স্রেফ টোকা দিতে হয়েছে। মূল কাজটা করেছেন ইয়ান কুতো। মাঝমাঠ থেকে আসা বল ডি বক্স পান জিরোনার এই ডিফেন্ডার। বাইলাইনের কাছাকাছি গিয়ে কাট ব্যাক করেন গোলমুখে। সেখানে বাকিটা অনায়াসে সারেন মার্তিনেল্লি। ৬২তম মিনিটে মাঠে নামার কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে সুযোগ তৈরি করেছিলেন এন্দ্রিক। তবে শেষ মুহূর্তে মেক্সিকোর এক খেলোয়াড়ের চ্যালেঞ্জে শট রাখতে পারেননি লক্ষ্যে। ৭৩তম মিনিটে আলেক্সিস ভেগার দুর্দান্ত ক্রসে ব্যবধান কমান কিনোনেস। যোগ করা সময়ের দ্বিতীয় মিনিটে সমতা ফেরান মার্তিনেস।

মেক্সিকো ব্যবধান কমানোর পর ৭৪তম মিনিটে বদলি নামেন ভিনিসিউস। জয় এনে দেওয়া গোলে তারও আছে বড় অবদান।যোগ করা সময়ের ষষ্ঠ মিনিটে বাঁদিক থেকে ডি বক্সে ক্রস করেন তিনি। সেখানে এন্দ্রিককে পাহারায় রাখেননি কেউই! কোনো বাধা ছাড়াই অনায়াসে লাফিয়ে দূরের পোস্ট ঘেঁষে জাল খুঁজে নেন আসন্ন মৌসুমেরেয়াল মাদ্রিদে যোগ দিতে যাওয়া এই তরুণ।

২৪ জুন কোস্টা রিকার বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে কোপা আমেরিকা অভিযান শুরু করবে তারা। 'ডি' গ্রুপে তাদের অন্য দুই প্রতিপক্ষ প্যারাগুয়ে ও কলম্বিয়া।

ফরাসি ওপেনে হ্যাটট্রিক শিয়নটেকের,

পোলিশ তারকার অনবদ্য টেনিস

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : ফরাসি ওপেনে জয়ের হ্যাটট্রিক গড়লেন ইগা শিয়নটেক। তিনি হারালেন ইতালির জেসমিন পাওলিনকে। মাত্র এক ঘণ্টার লড়াইয়ে হারালেন ইগা। শনিবার ফরাসি ওপেন ফাইনালে দারুণ টেনিস খেলেছেন ইগা। ম্যাচের ফল ৬-১, ৬-২।

ফরাসি ওপেন মানে যেমন বোঝাত রাফায়েল নাদাল, তিনি একচ্ছত্র দাপট দেখিয়েছেন এই আসরে। মহিলাদের মধ্যে তেমনি ইগা। ২৩ বছরের পোলিশ তরুণী ঘরবাড়ি বানিয়ে ফেলেছেন ফরাসি ওপেনে। কেরিয়ারে জিতলেন পঞ্চম গ্র্যান্ডস্লাম। এই নিয়ে মোট ৩৬টি ম্যাচের মধ্যে ৩৪টি ম্যাচে জিতলেন এই আসরে। পাওলিনি পারেননি ইগার অভিজ্ঞতার কাছে। তিনি ম্যাচে বারবার সার্ভিস ভেঙে এগিয়ে গিয়েছেন। তবে একটা সময় ইতালির তরুণী ইগার সার্ভিস ভেঙে এগিয়ে গিয়েছেন। ম্যাচে ৬-২ সেটে এগিয়ে যাওয়ার পরে ইগা একবারই সার্ভিসে হারেন।

এদিন ম্যাচে দেখা গিয়েছে সমানে হাওয়া বয়েছে। ইগা যেমন সেগুলি পেরিয়ে এগিয়ে যেতে পেরেছেন, তেমনি আবার পাওলিনি পারেননি ম্যাচে। তিনি অনভিজ্ঞ, জীবনে এখনও পর্যন্ত গ্র্যান্ডস্লাম তো দূর, একটিমাত্র এটিপি খেতাব পেয়েছেন। তিনি ইগাকে হারাবেন, কেউই ভাবতে পারেননি।

এদিন গ্যালারিতে দেখা গিয়েছে কিংবদন্তি বরিস বেকারকে, তিনিও সমর্থন করছিলেন পাওলিনিকে। যদিও সকলের প্রশংসা আদায় করে নিয়েছেন ইগার বিপক্ষ তারকা। চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পরে ইগাও জানিয়েছেন, 'এটা আমার যেন একটা ঘর, এখানকার সবকিছুই দারুণ। আমি আবেগরুদ্ধ হয়ে যাই ফরাসি ওপেনে খেলার সময়। তবে আমার বিপক্ষে পাওলিনি যা খেলেছে, তাতে আমিও অবাক হয়ে গিয়েছি। সারা টুর্নামেন্টে ভাল খেলেছে, আগামী দিনেও ওঁকে আমি ফাইনালে চাই।'

যুক্তরাষ্ট্রকে হারিয়ে যা বললেন রোহিত

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : বিশ্বকাপের মঞ্চে নাসাউ কাউন্টি স্টেডিয়ামে বুধবার যুক্তরাষ্ট্রকে সাত উইকেটে হারিয়ে সুপার এইটে উঠে গেছে ভারত। জিতেছে সাত উইকেটে। ম্যাচের পর প্রতিপক্ষকে নিয়ে রোহিত শর্মার গলায় সমীহের সুর। স্পষ্ট বাক্যে স্বীকার করলেন, যুক্তরাষ্ট্রও তাদের বুকে কাঁপুনি ধরিয়ে দিয়েছিল। স্নায়ু ধরে রাখার কারণেই জিততে পেরেছেন।

ম্যাচের পর রোহিত বলেন, "জানতাম রান তাড়া করা কঠিন হবে। যেভাবে আমাদের ব্যাটাররা স্নায়ু ধরে রেখেছিল তার প্রশংসা করতেই হবে। ওই জুটিটার (শিবম-সূর্য) জন্যই জিতলাম। পরিণত মানসিকতা দেখিয়ে লম্বা একটা জুটি গড়ে জেতানোর জন্য সূর্য এবং শিবমের কৃতিত্ব প্রাপ্য।"

যুক্তরাষ্ট্র দলে বেশ কয়েক জন ভারতীয় বংশোদ্ভূত ক্রিকেটার খেলেন। তাদেরই একজন, সৌরভ নেত্রভালকর এ দিন রোহিত ছাড়াও আউট করেছেন বিরাট কোহলিকে। সেই প্রসঙ্গে রোহিত বলেছেন, "ওরা অনেকেই দীর্ঘ দিন এক সঙ্গে ক্রিকেট খেলছে। ওদের উন্নতি দেখে খুব খুশি। গত বছর মেজর লিগ ক্রিকেটেও ওদের দেখেছিলাম। প্রত্যেকেই দারুণ পরিশ্রম করতে পারে।"

চমৎকার বোলিংয়ে রেকর্ডের পাতায় আর্শদিপ

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : ম্যাচের প্রথম বলেই উইকেট, ওভারের শেষ বলে আরেকটি। পরে আরও দুইটি শিকার ধরলেন আর্শদিপ সিং। উপহার দিলেন দুর্দান্ত বোলিং। ভারতীয় পেসারের নাম উঠে গেল রেকর্ড বইয়ে।

নিউ ইয়র্কে বুধবার (১২ জুন) যুক্তরাষ্ট্রের বিপক্ষে ৪ ওভারে মাত্র ৯ রানে ৪ উইকেট নেন আর্শদিপ। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ম্যাচে ভারতীয় কোনো বোলারের সেরা বোলিং এটিই। আর্শদিপ ভেঙে দিয়েছেন রবিচন্দ্রন অশ্বিনের রেকর্ড। ২০১৪ আসরে মিরপুরে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ১১ রানে ৪ উইকেট নিয়েছিলেন অফ স্পিনার অশ্বিন।

নাসাউ কাউন্টি আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে টস জিতে বোলিং নেয় ভারত। ম্যাচের প্রথম বলে শায়ান জাহাঙ্গীরকে এলবিডব্লিউ করে দলকে সাফল্য এনে দেন আর্শদিপ। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ম্যাচের প্রথম বলে উইকেট নেওয়া চতুর্থ বোলার তিনি। ২০১৪ আসরে আফগানিস্তানের বিপক্ষে বাংলাদেশের মাশরাফি বিন মুর্তজা, একই আসরে হংকংয়ের বিপক্ষে আফগানিস্তানের শাপুর জাদরান এই কীর্তি গড়েন।

এছাড়া নামিবিয়ার রুবেন ট্রাম্পেলমান এই স্বাদ পান দুই দফায়, ২০২১ আসরে স্কটল্যান্ডের বিপক্ষে এবং চলতি আসরে ওমানের বিপক্ষে। ওভারের শেষ বলে ক্যাচ দিয়ে বিদায় নেন আন্দ্রিয়েস হাউস। প্রথম ওভারে ৩ রানে উইকেট দুটি নেন আর্শদিপ।

পাওয়ার প্লেতে আরেকটি ওভার বোলিং করে তিনি দেন ১ রান। পঞ্চদশ ওভারে বোলিংয়ে ফিরে আবারও দেন ১ রান, সঙ্গে নেন নিতিশ কুমারের উইকেট। তার বোলিং ফিগার তখন ৩-০-৫-৩। কোটার শেষ ওভারে ৪ রান দিয়ে হারমিত সিংয়ের উইকেট নেন ২৫ বছর বয়সী এই পেসার।

এই সংস্করণে তার ক্যারিয়ার সেরা বোলিংও এটি। ২০২২ সালে নেপিয়ারে নিউ জিল্যান্ডের বিপক্ষে ৩৭ রানে ৪ উইকেট ছিল আগের সেরা। আর্শদিপের দারুণ বোলিংয়ে ২০ ওভারে ৮ উইকেটে ১১০ রানের বেশি করতে পারেনি যুক্তরাষ্ট্র।

শাহিনের সেই উপহার

এখনো ব্যবহার করে বুমরাহর ছেলে

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ মানেই তুমুল উত্তেজনা। তবে ক্রিকেটের বাইশ গজের বাইরে তাদের সম্পর্কটা বন্ধুত্বের। তেমনটাই দেখা গেল গত বছরের সেপ্টেম্বরে এশিয়া কাপে। অনুশীলনের এক ফাঁকে নতুন বাবা হওয়া ভারতের জাসপ্রিত বুমরাহকে উপহার তুলে দেন পাকিস্তানের শাহিন আফ্রিদি। সেই উপহার এখনো ব্যবহার করছে বুমরাহর ছেলে। এমনটাই জানালেন ডানহাতি এই পেসারের স্ত্রী সাঞ্জানা গনেশান। দ্য গ্রেড ক্রিকেটার্সের ইউটিউব চ্যানেলে তিনি বলেন, 'এশিয়া কাপের সময় শাহিন একটি সুন্দর উপহারের ঝুড়ি দিয়েছিল আমাদের। এতে কেবল একটি উপহারই ছিল না, অনেকগুলো জিনিস ছিল, যা আঙ্গাদ (বুমরাহর ছেলে) এখনো ব্যবহার করে।'

সেই উপহার দেওয়ার মুহূর্তটি ফ্রেমবন্দী করে রেখেছিল পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের মিডিয়া বিভাগ। তখন বুমরাহকে শাহিন বলেন, 'আপনাকে অনেক অভিনন্দন। আপনার সন্তানের জন্য আমার তরফ থেকে ছোট্ট একটি উপহার। আপনার সন্তানকে ঈশ্বর আশীর্বাদ করুন। এক দিন সে বুমরাহ হয়ে উঠবে এই আশা করি।'

সেবার এশিয়া কাপে সুপার ফোরের ম্যাচে ভারতের কাছে হেরেছিল পাকিস্তান। এমনকি পরে ওয়ানডে বিশ্বকাপেও পাত্তা পায়নি। আজ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে আবারও দেখা যাবে এই দ্বৈরথ। দেখা হবে বুমরাহ-শাহিনের।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR